(৫) গান্ধীজীর মতে সমাজের পরিবর্তন সম্বন্ধে লেখো।

Ans⇒ গান্ধীজির মতে, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য হল 'সর্বোদয়'। 'সর্বোদয়' কথার অর্থ হল 'সকলের বিকাশ সাধন বা সকলের কল্যান সাধন'। 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যান' কে সমাজের আদর্শরূপে গণ্য করা হয়। গান্ধীজির মতে, 'সর্বোদয় আদর্শ' হল শুধু 'সর্বাধিকলোকের সর্বাধিক হিতসাধন' নয়, তা হল, 'সব মানুষের সব রকম হিতসাধন, সমান হিত সাধন'।

গান্ধীজি সর্বোদয় সমাজকে 'রামরাজ্য' বলেছেন, সমাজ জীবনে গান্ধীজি সমর্থিত সর্বোদয় সমাজের অর্থাৎ রামরাজ্যের সারকথা হল— যেহেতু সমস্ত জগৎ একই আত্মার বা ভগবানের বহিঃপ্রকাশ যেহেতু মানুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। সমাজের প্রচলিত বৈষম্যব্যবস্থা গান্ধিজীর মতে সর্বোদয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত। গান্ধীজি বলেছেন সমাজব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেখানে কোনো ব্যক্তি যেন তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত না হয়। কেননা সব মানুষেরই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি দৈহিক চাহিদা আছে। তাই সমাজকে এমন হতে হবে যেখানে সমাজের প্রত্যেক মানুষকে অস্পৃশ্যতা এবং স্পৃশ্যতা, ভদ্র এবং ইতর, ধনী এবং নির্ধন, সবল এবং দুর্বল ইত্যাদি সমান দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে আত্মবিকাশের সমান সুযোগ দেওয়া হয় তাই 'রামরাজ্য' বা 'সর্বোদয়' সমাজ গঠন হল সমাজ পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য।

সর্বোদয় সমাজে শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে, শ্রমক্ষেত্রে নাপিত, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, মুচি, কৃষক ইত্যাদি সকলের বৃত্তি বা কাজের সমান মূল্য দিতে হবে। তাই গান্ধীজির মতে সমাজের ব্যবস্থায় সকলের পারিশ্রমিককে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। সমাজে সমস্ত শ্রেণির কাজের যদি সমান মূল্য দেওয়া যায় তাহলে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের মনে কোনো অসন্তোষ থাকবে না এবং নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করে অপরের বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য কোনো আগ্রহ

প্রকাশ করবেন। আর তাহলেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

গান্ধীজির মতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম এবং প্রধান দিক হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। দীর্ঘকাল ধরে অন্ধকুসংস্কার এবং অস্পৃশ্যতার জন্য সামাজিক পরিবেশ দূষিত হয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। ভারতীয় সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে জাত-পাতের বিভেদকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। সেইজন্য গান্ধীজি বলেছেন যা সমাজকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে তাই 'ধর্ম' আর সমাজকে যা খণ্ডিত করে তা 'অধর্ম'। এই জন্য আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের যা যা করণীয় তা হল—
(1) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, (2) জাত-পাত বৈষম্য উচ্ছেদ, (3) মদ্যপান নিষেধ, (4) গ্রামোন্নয়ন, (5) অর্থনৈতিক সাম্য, (6) নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, (7) প্রাথমিক-শিক্ষা, (8) কৃষি-উন্নয়ন, (9) কুটীর-শিল্প উন্নয়ন, (10) স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও পরিসেবা, (11) কুষ্ঠরোগীদের সেবা, (12) আদিবাসীদের উন্নয়ন, (13) দাতব্য, ইত্যাদি।

গান্ধীজি বলেছেন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস পথে চলতে হবে অর্থাৎ সমাজকল্যাণ সাধনের পথ হবে অহিংস পথ, অহিংস পথে যদি সমাজ পরিবর্তন না করা হয় তাহলে প্রকৃত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সমাজের অকল্যাণ হবে। কেননা হিংসা শুধুমাত্র হিংসারই জন্ম দেয় কল্যাণের নয়।

গান্ধীজির মতে অহিংস পথ অবলম্বন করে সমাজ পরিবর্তন করা কঠিন বিষয়। কেননা ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সত্যাগ্রহের পথে করতে হবে। সত্যই হল ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই হল সত্য। যা সত্য তাই ঈশ্বর এবং জীবন সত্যের উপলব্ধি হল ঈশ্বর উপলব্ধি।

গান্ধীজি বলেছেন সত্যকে লক্ষ্য করে এবং অহিংসাকে অস্ত্র করে স্বরাজ বা সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অছিতন্ত্র বা ভূমিদান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীজি সমাজ পরিবর্তন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জমিদার ও পুঁজিপতিদের অছির ভূমিকা পালন করতে বলেছেন। অছিতন্ত্রে বলা হয় কোনো মানুষই কোনো সম্পত্তির আসল মালিক নয় আসল মালিক হলেন ভগবান। মানুষ কেবল ওই সম্পত্তির অছি মাত্র। প্রত্যেক মানুষ, রাজা-প্রজা, শিল্পপতি-শ্রমিক নির্বিশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পত্তিকে ভগবানের সম্পত্তিরূপে গণ্য করে সেই সম্পত্তির যৎসামান্য নিজের ভোগের জন্য ব্যয় করবেন এবং বাকি সব অংশ অপরের ভোগের জন্য ত্যাগ করবেন।—এটাই হল গান্ধীজির অছিতন্ত্রের সার কথা। সুতরাং, অছিতন্ত্রের বাস্তবায়ন হবে অহিংস পথে।

গান্ধীজির মতে, আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে সীমিত। আদর্শ রাষ্ট্রকে হতে হবে নীতি ও ধর্ম ভিত্তিক তবে ধর্ম বলতে এখানে জনকল্যানসাধক কর্মকে বোঝানো হয়েছে। গান্ধীজির মতে রাষ্ট্রের আসল কাজ জনগনকে বঞ্চনা নয় বা হিংসার দমন পীড়ন নয়, রাষ্ট্রের আসল কাজ হবে এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে শাসক এবং শাসিত নির্বিশেষে প্রতিটা মানুষ তার আত্মশক্তিতে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং যেভাবে সমাজকেও উন্নত করতে পারে, রাজনৈতিক আদর্শ রূপে গান্ধীজি গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন তবে সেই গণতন্ত্র বিশুদ্ধ হতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সেইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিযুক্ত হবেন যাদের চরিত্র নির্লোভ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পক্ষপাত শূণ্য হবে। গান্ধীজি রাজনীতি শব্দটির পরিবর্তে লোকনীতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন আদর্শ সমাজের শাসনব্যবস্থা লোকনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে, রাজনীতির দ্বারা নয়।

গান্ধীজির মতে গ্রাম সমাজকে স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক হতে হবে অর্থাৎ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করতে হবে। একেই গান্ধীজি কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ বলেছেন। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসারে ভারতের প্রতিটি অঞ্চলকে, প্রতিটি গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, প্রতিটি গ্রামের উন্নতির জন্য প্রত্যেককে শ্রম দান করতে হবে, কৃষি এবং কুটির শিল্পের উন্নতি-সাধন করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্ত চাষযোগ্য জমি থাকতে হবে এবং বিদ্যালয়, হাসপাতাল, জলাধার, খেলার মাঠ ইত্যাদি থাকবে। প্রশাসনিক দিক থেকে গ্রামের শাসনব্যবস্থা গ্রামবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। একেই গান্ধীজি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলেছেন।

কিন্তু গান্ধীজি যে পরিবর্তিত সমাজের বা আদর্শ সমাজের বা সর্বোদয় সমাজের বা রামরাজের কথা বলেছেন তা কল্পনা করা গেলেও বাস্তবায়িত করা যায় না। সর্বোদয় সমাজ আসলে এক কাল্পনিক সমাজ মানুষ প্রকৃতই অহিংস হলে এই সমাজ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বভাব হল হিংসা এবং স্বার্থপরতা। যতদিন না মানুষ বিবেক সম্পন্ন হবে তার আগে এইরকম সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। এছাড়া গান্ধীজির অছি ব্যবস্থাও একটি কাল্পনিক ব্যবস্থা। কেননা মানুষের বিষয় কামনা প্রবলই যে মানুষ কখনোই তার বিষয় সম্পত্তিকে অপরের মধ্যে বন্টন করে দেবেনা। তাছাড়া গান্ধীজির বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থাও মানুষের প্রকৃত আদরকি ছাড়া চলতে পারে না। তবে একথা ঠিক যে ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ তাই গ্রামীন উন্নয়ন সাধনের কথা গান্ধীজি যেভাবে বলেছেন এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠনের কথা যেভাবে বলেছেন তা একটি মূল্যবান দিক।

(*)(*)(*)

(4) সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সামাজিক ঐতিহ্য এবং বহুকাল ধরে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাগুলি সমাজকে আর ঠিকিয়ে রাখতে পারছে না। তার ফলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে এবং তার থেকে পরিবারগুলি মুক্ত থাকতে পারছে না। সেইজন্য আধুনিক পরিবারগুলি এক ধরনের বিশৃঙ্খল ~~পরিবারে~~ পরিবার গড়ে উঠছে।

আধুনিক পরিবারের আকৃতি, প্রকৃতি ও কর্মকালের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার বদলে পরিবার প্রথার মূল উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আর এইরকম চলতে থাকলে পরিবারের ওপর করে গড়ে ~~উঠে~~ উঠা মানব সভ্যতার একটি বড়ো অংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

তবে পরিবারের এইরকম সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং অস্তিত্বের সংকট ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক সংগঠন ও সংহতি বর্তমানে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর পরিবার ব্যবস্থার এই অবস্থার জন্য দায়ী হল আধুনিক পরিবারের বিভিন্ন উপাদান ও প্রবণতা। তবে একথা বলা ঠিক হবে না যে, পরিবার ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বিভিন্ন অবক্ষয় বা বিচ্যুতি সত্ত্বেও আধুনিক কালের পরিবার তার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছে। সামাজিক অন্যতম সংগঠন হিসাবে পরিবারের ভূমিকা এখনও অনস্বীকার্য। মানব সমাজে পরিবার হল সন্তান উৎপাদন ও বংশগতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় এবং বিভিন্ন মানসিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাফল্যের সঙ্গে করার নিশ্চিত সংগঠন হল পরিবার।